দৈনিক ইনকিলাব

107

তারিখ JUL 7 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সারাদেশে নিন্দা ও প্রতিবাদ অব্যাহত

এ সরকার মাদ্রাসা বন্ধ করার আরেকটি অঘোষিত চুক্তি বাস্তবায়নে তৎপর

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা তথা ধর্মীয় শিক্ষা বন্ধে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশবাসীর ক্ষোভ দিন দিন বাড়ছে। এই তীব্র ক্ষোভের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দেশপ্রেমিক দল ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সমাবেশ, সভা ও বিবৃতির মাধ্যমে বলেছেন, তাঁবেদার সরকার তাদের প্রভুকে তুষ্ট করার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করার আরেকটি অঘোষিত চুক্তি বাস্তবায়নে তৎপর।

ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র মাদ্রাসাগুলোকে বন্ধ করে দেয়ার চক্রান্তের প্রতিবাদে গত সোমবার বাদ আসর পুরানা পল্টনস্থ মহানগর কার্যালয়ে ইসলামী মোর্চা বাংলাদেশের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মোর্চার সভাপতি মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন মোর্চার মহাসচিব মুফতী ফজলুল হক আমিনী, নওয়াব আলী ভুঁইয়া, আলী উসমান তালুকদার, মাওলানা নূরুর রশিদ প্রমুখ।

সভায় সভাপতির ভাষণে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান বলেন,

(৫-এর পাতায় দেখুন)

এ সরকার মাদ্রাসা বন্ধ করার আরেকটি অঘোষিত চুক্তি বাস্তবায়নে তৎপর

প্রথম পাতার পর

বর্তমান ইসলাম বিদ্বেষী সরকার ভারতীয় প্রভুতুষ্টির আরেকটি অঘোষিত চুক্তি বাস্তবায়নে তৎপর হয়েছে, তা হল বাংলাদেশ থেকে ইসলামী শিক্ষা দূর করে দেয়ার লক্ষ্যে ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র মাদ্রাসাগুলোকে বন্ধ করে দেয়া। সরকার ইতোমধ্যেই এই প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। জনাব খান সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, মাদ্রাসা বন্ধের কাজে হাত বাড়াবেন না। এদেশের লক্ষ কোটি ইসলাম প্রিয় তৌহিদী জনতা মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে যে কোন ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে প্রস্তুত রয়েছে।

মোর্চার মহাসচিব ফজলুল হক আমিনী তার ভাষণে বলেন, ভবিষ্যৎ ভয়াবহ পরিণতি থেকে দেশ ও জাতিকে সতর্ক করা ও বাঁচানোর জন্যই আমরা কথা বলছি। আমরা কোন প্রভু রাষ্ট্রের সেবাদাস নই। আমাদের বক্তব্য সব সময়ই দেশ ও জাতির স্বার্থে নির্ভয়ে উচ্চারিত হবে।

মুফতী আমিনী আর বলেন, বর্তমান সরকার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ শান্তিপ্রিয় জনগণের স্বাধীন ভূখণ্ড বাংলাদেশকে প্রতিবেশী ভারতের স্বার্থরক্ষা কেন্দ্রে পরিণত করেছে।

ঝালকাঠি থেকে জেলা সংবাদদাতা জানান, মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের বহুমুখী চক্রান্তের প্রতিবাদে ঝালকাঠিতে গত ৪ জুলাই জেলার জমিয়াতুল মোদার্রেছীন, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, জামায়াতে ইসলামী, ইমাম সমিতি এবং ঝালকাঠির আলেম সমাজের যৌথ উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছারছীনার আলীয়া মাদ্রাসার সাবেক ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা আজিজুর রহমান নেছারাবাদী এতে সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতা করেন জেলা জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি নেছারাবাদ কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা খলিলুর রহমান নেছারাবাদী, জেলা সম্পাদক, ঝালকাঠি ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ইনকিলাবের জেলা সংবাদদাতা মাওলানা আব্দুর রশীদ, মাওলানা আব্দুল হাই নেজামী, মাওলানা আব্দুল হাই, মাওলানা আব্দুল খালেক, এডভোকেট হায়দার হোসেন, মাওলানা আব্দুল মান্নান, মাওলানা ফজলুর রহমান, মাওলানা আব্দুল মাবুদ, মাওলানা মহিউদ্দিন, মাওলানা মোখতার আহম্মদ, মাওলানা এমএ মজিদ, মাওলানা আবু জাফর মোঃ সালেহ, মাওলানা আসাদুজ্জামান, মাওলানা মাহবুবুর রহমান প্রমুখ। বক্তারা বলেন, সরকারের মাদ্রাসা বন্ধের যে কোন চক্রান্ত তৌহিদী জনতা প্রতিহত করবে।

বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের সাবেক সভাপতি মাওলানা এসএম রুহুল আমীন এক বিবৃতিতে ইসলাম বিদ্বেষী ভারতের এই সেবাদাস সরকার কর্তৃক ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইসলামী শিক্ষা তথা মাদ্রাসা শিক্ষা এই দেশ থেকে তুলে দেয়ার চক্রান্তের অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার, এমপিওভুক্তি বাতিল, এবং শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন বন্ধের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, ধর্মের লেবাস পরে ক্ষমতায় এসে জাতির সাথে প্রতারণা করে এ সরকার গত ৩ বছরে পর্যায়ক্রমে আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে ও ধর্মীয় মূলবোধে আঘাত করে আসছে। এই লাগামহীন ইসলামবিরোধী চক্রান্তের ধারাবাহিকতায় মাদ্রাসা শিক্ষাকে বন্ধ করে দেয়ার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে সরকার সার্কুলার প্রেরণ করেছে। তিনি বলেন, জাতীয় সংসদে যখন সরকারকে প্রশ্ন করা হয় মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে তখন সরকার গোটা জাতিকে সাক্ষ্য রেখে পবিত্র সংসদে বলেছিল মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করা হবে না।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিস ঢাকা মহানগরী মাদ্রাসা বিভাগের পরিচালক জালালুদ্দীন আহমদ আওয়ামী সরকারের মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধসহ ইসলামের বিরুদ্ধে বহুমুখী ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে এক বিবৃতি প্রদান করেছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, ইসলামবিরোধী এ সরকার কয়েক মাস পূর্বে কবি শামসুর রাহমানের মাধ্যমে এক নাটক সাজিয়ে কওমী মাদ্রাসাগুলোর উপর হামলা চালিয়েছে। এবার কওমীসহ আলীয়া মাদ্রাসাসমূহ বন্ধের ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। তিনি ইসলাম বিদ্বেষী সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, অবিলম্বে মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বন্ধসহ মাদ্রাসাসমূহের এমপিও বাতিল করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, তা প্রত্যাহার করুন, অন্যথায় তীব্র আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে উৎখাত করা হবে।

বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়ার সভাপতি সৈয়দ ইউনুছ আলী, সাধারণ সম্পাদক মোঃ কয়েছুজ্জামান এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক ফরিদ আহমদ চৌধুরী এক বিবৃতিতে বলেন, এদেশের মানুষের আত্মার সাথে সম্পৃক্ত মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে সরকার এদেশ ব্রাহ্মণ্যবাদ দিয়ে আবাদ করতে চায়। নেতৃবৃন্দ সরকারের হীন ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের নীল-নকশা বাস্তবায়ন করতে গেলে এই একটি মাত্র ইস্যুই সরকার পতনের আন্দোলনে রূপ নেবে। সরকারের স্মরণে থাকা উচিত ইসলাম, ইসলামী শিক্ষা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রই কোনকালে সফল হয়নি, ইনশাআল্লাহ সফল হতে পারবেও না।

কুরআন মজলিস বাংলাদেশ-এর প্রেস সচিব এএফ মোহাম্মদ আলী এক বিবৃতিতে বলেন, দেশে ইসলামবিরোধী ও সমাজবিরোধী কাজ ক্রমেই আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। মিরপুরে কুরআন অবমাননার ন্যক্কারজনক ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই দেশের অন্যান্য স্থান থেকেও একই ধরনের খবর আসছে।

পাশাপাশি সরকারী নীতিমালা পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৩শ' মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও এমপিওভুক্তি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বলে পত্রিকান্তরে এও জানা যায় যে, দেশের প্রায় ৪ হাজার মাদ্রাসার বিষয়ে এরূপ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে সরকারের এই ঢালাও পদক্ষেপ কুরআন মজলিস সঠিক মনে করে না এবং এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। বিবৃতিতে বলা হয়, বর্তমান সময়ের দাবী পূরণ করে মুসলমানদের ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও উন্নত, যুগোপযোগী ও কার্যকরী করা প্রয়োজন। মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধে সরকারের অশুভ পাঁয়তারা এবং কয়েকশ' মাদ্রাসার স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তি বাতিলের সরকারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ মাদ্রাসা ছাত্র আন্দোলন পরিষদের ঝিনাইদহ জেলা আহবায়ক ও যুগ্ম আহবায়ক যথাক্রমে মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন ও মেহেরুল ইসলাম এক যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন।

বিবৃতিতে তারা বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর একের পর এক ইসলামবিরোধী ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। এদেশ থেকে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার সরকারী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে মাদ্রাসা বন্ধের এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নেতৃদ্বয় অবিলম্বে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের সরকারী চক্রান্তের প্রতিবাদ করে তা প্রত্যাহারের দাবী জানান।